BNGE - 1st Sem
Dr. Biswajit Podder
১
①

শ্রীরাগ

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে (প্রেমাশ্রু)
পুলক- মুকুল- অবলম্ব ।
স্বেদ - মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব ॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর ।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর ॥
(ব্রজবুলি)
চঞ্চল চরন কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত - ভ্রমর গন ভোর ।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশি রহত অগোর ॥ (অচেতন) = গ্রাম্যশব্দ)
অবিরত প্রেম- রতন-ফল-বিতরনে
অখিল মনোরথ পুর ।
তাকর (তাঁর) চরনে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর ॥

নটবর = নৃত্য বিশারদ
ব্যঞ্জনায় = কৃষ্ণ
সুরধুনী = গঙ্গা/ ভাগীরথী
ভাবের আবেগে চঞ্চল

(ব্রজবুলিতে লেখা)

* কল্পতরু = প্রেমরত্ন বিতরনকারী
* সাত্ত্বিক ভাব = ৮ টি । যেমন = অশ্রু, পুলক, স্বেদ ইত্যাদি ।
* সোনার কল্পতরু = অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক ।

* অনেকের মতে পদটিতে রয়েছে = রাধার পূর্বরাগাচ্ছিন্ন অবস্থা । অন্তর কৃষ্ণময় (নটবর) বাহিরে যেন রাধাভাব
* কবি প্রভুকে পরম সাত্ত্বিক দেবোপম মানব মনে করেন ।

Topic: গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী তত্ত্ব:

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ: বৈষ্ণব পদাবলীর যে বিশাল ভান্ডার আমাদের ঐশ্বর্য, তার প্রধান ধারা দুটি- রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ এবং গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ। গৌরাঙ্গদেবের দিব্য আবির্ভাব ভক্ত এবং সাধারন মানুষ উভয়ের কাছে তাৎপর্যপূর্ন ঘটনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাত্ত্বিকগন মনে করেন তিনি রাধা-কৃষ্ণের যুগলতনু, পূর্নাবতার। প্রথমে মনে করা হত নামধর্ম প্রচার করবার জন্য তিনি আবির্ভূত। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে এই তত্ত্বই সমর্থিত। সনাতন গোস্বামীকে তিনি যে পাঁচ রকমের সাধনার কথা বলেছেন তাঁর অন্যতম হল নামগান - 'সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।

ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান ॥'

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে -

" নাম-সংকীর্তন হৈতে সর্বানর্থ নাশ।
সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস ॥
সংকীর্তন হইতে পাপ সংসার-নাশন।
চিত্ত-শুদ্ধি সর্ব-ভক্তি-সাধন উদ্‌গম ॥"

মহাপ্রভুর কীর্তনলীলা নিয়ে যেমন নানাপদ রচিত হয়েছে তেমনি তাঁর করুনাঘন মূর্তি নিয়েও রচিত হয়েছে পদ -

পতিত হেরিয়া কাঁদে স্থির নাহি বাঁধে
করুন নয়নে চায়।

চৈতন্যদেবের দিব্যমূর্তিতে নানা অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ পাওয়া যায় বিভিন্ন পদে -

' নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব ॥'

মহাপ্রভুকে নিয়ে রচিত আরেক ধরনের পদে তিনি পূর্নাবতার। অলৌকিক রাধা-কৃষ্ণের লীলা মানুষকে বোধগম্য করানোই সেখানে লক্ষ্য। সেই 'প্রবেশ চাতুরী সার' পদগুলি রচনা করা হয়েছে 'রাধার মহিমা' 'প্রেমরসসীমা' জগৎবাসীকে জানানো।

গৌরচন্দ্রিকা: গৌরচন্দ্রিকা শব্দের আভিধানিক অর্থ গৌরাঙ্গরূপ চন্দ্রের জ্যোৎস্না। যোগরূঢ় অর্থে এক বিশেষ ধরনের পদ হল গৌরচন্দ্রিকা। এই পদে চৈতন্যদেবকে 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ' ধরা হয়। কীর্তনিয়া কীর্তনবাসরে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক যে পালা-গান পরিবেশন করতে চান শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষে তার রস উপভোগের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তিনি মূল পদের অনুকূল যে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ তাৎক্ষনিক ভাবে রচনা করে পরিবেশন করেন সেই বিশেষ পদকে বলে গৌরচন্দ্রিকা। সম্ভবত খেতুরী মহোৎসবে প্রথম এই গান পরিবেশিত হয়। ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রীও যথার্থ বলেছেন এই গৌরচন্দ্রিকার প্রবর্তক শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর। নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবীদেবীর নেতৃত্বে খেতুরীতে যে বৈষ্ণব সম্মেলন হয়েছিল সেখানে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এই গানের প্রবর্তন করেন। সুতরাং দেখা গেল

গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ হল গৌরাঙ্গদেবকে নিয়ে রচিত যেকোন পদ। কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা হল বিশেষ পদ যেখানে মহাপ্রভুর অন্তর কৃষ্ণময় কিন্তু বাইরে রাধাভাবের দ্যুতিপ্রকাশিত। সেই সঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের কোনভাব প্রভুদেহে বিরাজ করবে এমন পদ। তাই সহজেই বলা যায় সব গৌরচন্দ্রিকার পদই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ কিন্তু সব গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ গৌরচন্দ্রিকা নয়।